কুষ্টিয়ায় মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত-২

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মো: সবুজ (২১) ও বিপ্লব হোসেন (৪২) নামে দুই জন নিহত হয়েছেন।

রোববার (২৮ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার সান্দিয়ারা- লাহিনীপাড়া আঞ্চলিক সড়কের চাঁপড়া ইউনিয়নের চাপড়া ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মো. সবুজ হোসেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার মিলপাড়া এলাকার আব্দুল মালেকের ছেলে এবং বিপ্লব হোসেন (৪২) একই উপজেলার বাড়াদী উত্তর পাড়া এলাকার মৃত মোক্তার হোসেনের ছেলে।

এলাকাবাসী ও হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে, সবুজ হোসেন মোটরসাইকেল নিয়ে লাহিনীপাড়া থেকে সান্দিয়ারার দিকে যাচ্ছিলেন। আর বিপ্লব মোটরসাইকেল নিয়ে তাঁর বিপরীত দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে চাঁপড়া ইউনিয়নের চাপড়া ব্রিজ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুইটি মোটরসাইকেল ধুমড়ে মুচড়ে যায় এবং তাঁরা গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক বিপ্লবকে মৃত ঘোষণা করেন এবং সবুজকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। পথিমধ্যে বিকেল ৩ টার দিকে সবুজ মারা যান।

প্রত্যক্ষদর্শী সাজেদুল ইসলাম জানান, দুইটি মোটরসাইকেলেই অতিরিক্ত গতি ছিল। কিভাবে যেন মুহুর্তেই মধ্যেই তাঁরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এসময় মোটরসাইকেল দুইটি ধুমড়ে মুচড়ে যায় এবং দুজন গুরুতর আহত হন।

চাঁপড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এনামুল হক মঞ্জু জানান, দুইটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার কর্তৃব্য চিকিৎসক বিপ্লব নামে একজনকে মৃত ঘোষণা করেন এবং সবুজকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। কিন্তু সবুজ হাসপাতালে পৌছানোর আগেই মারা গেছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন।

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের সদস্য জিয়াউর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুইটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। একজন হাসপাতালে আনার আগেই মারা যান। আরেকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায়।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় নি*হত-২

কুষ্টিয়ার মিরপুরে যাত্রীবাহী বাসচাপায় সুকুমাল (৫২) নামে এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কুষ্টিয়া- মেহেরপুর সড়কের মিরপুর বিজিবি ক্যাম্পের সামনে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ভ্যানচালক তুফানমাল মিরপুর উপজেলার ধুবাইল স্কুলপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সড়ক উন্নয়নে কাজ চলমান রাখতে রাস্তা থেকে পার্শ্ববর্তীতে রাস্তা সমান্তরাল করা হচ্ছে। কিন্তু মুল সড়কে খানাখন্দের সৃষ্টির কারণে চলন্ত একটি বাস মুল সড়ক থেকে সাইডের সড়ক দিয়ে চালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাখি ভ্যানকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই ভ্যানচালক মারা যান।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা হাবিবুল্লাহ জানান, বিকেলে দ্রুতগামী একটি বাসের ধাক্কায় পাখি ভ্যান চালক রাস্তায় ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তার মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

অপরদিকে বিকেলের দিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পাটিকাবাড়ীর নওদাপাড়া এলাকায় শ্যালো ইঞ্জিন চালিত ট্রলির ধাক্কায় জলিল মন্ডল (৭০) নামে এক বৃদ্ধার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

নিহত ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা বাড়াদী কামাপাড়া সীমান্তে ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের পর দু’বাংলাদেশী গরু চোরাকারবারীকে গুলি করে হত্যা করেছে বিএসএফ।

গতকাল শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে এ হত্যাকান্ডটি ঘটেছে বলে বিজিবি ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

পারকৃষ্ণপুর মদনা-ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এস.এম. জাকারিয়া আলম জানান, বিএসএফের গুলিতে নিহত ছয়ঘরিয়া গ্রামের হায়দার আলীর ছেলে সাইদুল (২৫) ও একই গ্রামের শরিয়তউল্লার ছেলে খাজা মঈনুদ্দিনসহ
(৩২) ৫জন গত শনিবার সন্ধ্যার পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে গরু আনতে গিয়েছিল।

বারাদী বিওপির সীমান্ত খুঁটি ৮২/২-এস হতে ভারতের অভ্যন্তরে আনুমানিক ৩০০ গজ কলাবাগান নামক স্থানে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করলে তাদের মুখোমুখী হয় ৩২ বিএসএফ গোবিন্দপুর ক্যাম্পের বিএসএফের একটি দলের। সে সময় বিএসএফ তাদের লক্ষ করে গুলি ছুঁড়লে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হয়। গতকাল রবিবার সকালে ভারতের গোবিন্দপুর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা মরদেহ দুটি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যায় বলে জানা যায়।

কৃষ্ণগঞ্জ থানার ওসি বাপিন মুর্খার্জী জানিয়েছেন, নিহত দু’বাংলাদেশীর মরদেহ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের শক্তিনগর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার সাহা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পরিচালক লে. কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান বলেন, আমি ছুটিতে ঢাকায় আছি। তবে জেনেছি ওরা রাতে আঁধারে চোরাকারকারীর জন্য ভারতের অভ্যন্তরে গিয়েছিল। এ ঘটনায় পতাকা বৈঠকের আহবান জানানো হয়েছে। তারপর বিস্তারিত জানানো যাবে।

[redacted]

[redacted]

হাসান জানান, দুর্ঘটনার পর পালিয়ে গেছে ট্রাকের চালক ও সহকারি হেলফার। জব্দ করা হয়েছে ট্রাকটি।ওই ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জীবননগরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রীজের সাথে ধাক্কা নিহত ২, আহত ১

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রীজের সাথে ধাক্কায় সেলিম উদ্দিন ও স্বপন আলী নামে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও একজন।

আজ শুক্রবার দুপুর ২ টার দিকে জীবননগর উপজেলার উথলী-বেগমপুর সড়কের ছোটপোল নামক স্থানে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সেলিম উদ্দিন দামুড়হুদা উপজেলার কোমরপুর গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে। নিহত স্বপন আলী একই গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে

আহত হলেন- একই গ্রামের ইসলাম উদ্দিনের ছেলে রুবেল হোসেন (২৪) ।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম জাবীদ হাসান জানান, দুপুরে মোটরসাইকেলযোগে বেগমপুর থেকে উথলীর দিকে আসছিল তিন যুবক। এসময় মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উথলী-বেগমপুর সড়কের ছোটপোল নামক স্থানে পৌছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রীজের সাথে ধাক্কা দেয়। এতে সড়কের উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন মোটরসাইকেলের ৩ আরোহী। তাদের উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক সেলিম উদ্দিনকে মৃত ঘোষনা করেন। বাকী দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় আর একজনের মৃত্যু হয়।

ওসি আরও জানান, ঘটনাস্থল থেকে আধা বোতল বাংলা মদ উদ্ধার করা হয়েছে। ওই তিন যুবক নেশাগ্রস্থ অবস্থায় মোটরসাইকেল চালাচ্ছিল

বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ওই ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বাস ও আলমসাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার বড়দাহ ব্রীজ এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে যাত্রীবাহী বাস ও আলমসাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন।

নিহতরা হলেন- হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভায়না গ্রামের নারায়ন কুমারের ছেলে মহাদেব কুমার (৬০) ও একই গ্রামের আক্কাস মিস্ত্রির ছেলে খোকন হোসেন (২৯) নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছে আরও ২জন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভায়না থেকে চার পান ব্যবসায়ী আলমসাধু যোগে গাড়াগঞ্জ বাজারে আসছিলেন। তারা ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া সড়কের গাড়াগঞ্জ এলাকার বড়দাহ ব্রীজের কাছে পৌঁছালে ঝিনাইদহ থেকে কুষ্টিয়াগামী রূপসা পরিবহনের একটি বাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই খোকন নিহত হয়। আহত হয় আরও ৩ জন। খবর পেয়ে শৈলকূপা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে আহত ৩ জনকে উদ্ধার করে শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মহাদেব নামে আরও একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে আব্দুস সাত্তারের অবস্থা গুরুত্বর বলে জানা যায়।

ঝিনাইদহ হাইওয়ে থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে বাস ও আলমসাধুর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই জন নিহত হয়েছেন। বাসটি আটক করা হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

[redacted]

[redacted]